দৈনিক ইনকিলাব

প্রবন্ধ

উন্নয়নবান্ধব জাতীয় পরিবেশ

ড. এম আজিজুর রহমান

বিশ্বের কোন দেশ বেশি উন্নত কোনটি কম। আবার কোন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত মধ্যমানের। কোন দেশের উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ বেশি। কোন কোন দেশ উন্নয়ন প্রতিকূল পরিবেশে পরিবেষ্টিত। বিভিন্ন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং ধর্মীয় বিভিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বিশ্বের কোন দেশ বেশি উন্নত কোনটি কম। আবার কোন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত মধ্যমানের। কোন দেশের উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ বেশি। কোন কোন দেশ উন্নয়ন প্রতিকূল পরিবেশে পরিবেষ্টিত। বিভিন্ন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং ধর্মীয় বিভিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। সুষ্ঠু প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র ইত্যাদি একটি জাতির স্বচ্ছতা অর্জনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার দেখা যায়, কিছু কিছু দেশ ব্রিটিশ কলোনী হওয়ার দরুন ব্যক্তিস্বাধীনতা, বেসরকারি খাতে সম্প্রসারণ ব্যক্তি ও ব্যক্তি সম্পদের অধিকার (Property rights), নিরাপত্তা, ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সচ্ছল অর্জন করতে পেরেছে। আবার আবহাওয়ার দৃষ্টিকাণ থেকে দেখা যায় পশ্চিমাসহ সংশ্লিষ্ট কিছু শীতের দেশ অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। তাই অনেক মনে করে গরমের দেশের মানুষগুলো লস হয়। তারা অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মানুষের অলসতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতি অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল। আবার ধর্মের ভিত্তিতেও দেখা গিয়েছে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের দেশগুলো, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের দেশগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। কেউ মনে করে ইহুদিদের ব্রেন ও চিন্তা-ভাবনা খুবই উৎপাদনমুখী এবং তাদের আবিষ্কার মেধা-মনন প্রয়োগের ফলে জার্মান, আমেরিকা ও ইসরাইল খুবই সমৃদ্ধশালী। আবার একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভেতরে খণ্ড খণ্ড ধর্মীয় বিশ্বাসীদের আর্থিক সচ্ছলতারও পার্থক্য হয়। যেমন- খ্রিস্টানদের ভেতরে ক্যাথলিকদের তুলনায় Protestant-রা অপেক্ষাকৃত বেশি উৎপাদনশীল।

আবার অনেকের বিশ্বাস, যেসব জাতির বেশির ভাগ লোক ইউরোপিয়ান বংশধর তার বেশি সচ্ছল। অনেকের মতে যারা সামুদ্রিক মাছ বেশি খায়, বেশি আয়োডিন পান তারা বুদ্ধিমান হয়। যেমন- দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার তুলনায় পূর্ব এশিয়ান লোকজন বেশি বুদ্ধিমান এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। আবার কেউ মনে করে খাটো লোকগুলো বেশি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও চৌকস। যেমন- খাটো জাপানিজদের সুদ ব্যবস্থাপনার কাছে আমেরিকানরা হার মারতে বাধ্য হয়েছে। এমনিতেও বলা হয় জাপানের খাটো লোকগুলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী। ফলশ্রুতিতে জাপানে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও জনগণ সেদেশের শুধু শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি জ্ঞানের সাহায্য জাপানকে আজ উন্নয়নের শীর্ষ পর্যায়ে নিতে পেরেছে। জাপানের এই লোকগুলো জীবন, জীবনমান এবং জীবিকা নির্বাহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিধায় তারা বিশ্বের আবিষ্কৃত নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে, আজ এ "আর্থ-সামাজিক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার মত উন্নত দেশের কঠোর পরিশ্রমী মানুষগুলোকেও জাপানিরা আলসে বলে থাক। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অনেক মানুষই Working mode পরিবর্তে হরতাল mode নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত থাকে। সমগ্র বিশ্বকে সচ্ছলতার দিক থেকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। বিশ্বের কোন অংশ সম্পদশালী আবার কোন অংশ দুর্ভিক্ষকবলিত। দারিদ্র্যপীড়িত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকার ভেতরে রয়েছে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা সচ্ছল, অর্ধসচ্ছল ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলো নানা কারণে উক্ত বিভাজনের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। বিভাজনের কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। জাতীয় সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ওপরে উল্লেখিত কারণগুলো কোনটা সত্য, কোনটা আংশিক সত্য। ধ্রুব সত্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপ্রতি গড়পরতা আয় গুয়েতেমালার মাথাপ্রতি গড়পরতা আয়ের চেয়ে ১০ গুণ বেশি, উত্তর কোরিয়ার গড়পরতা আয়ের চেয়ে ২০ গুণ বেশি এবং মালি, ইথিওপিয়া, কংগো এবং স্লিয়েরা লিয়ন ও সমক দেশগুলোর মাথাপ্রতি গড়পরতা আয়ের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি।

মানব শিশু হিসেবে আমরা ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব ঘরে জন্ম নেই। গরীব হওয়া কোন অপরাধ নয়, একটি গরীব শিশু তার মেধা কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তার ভাগ্যের উন্নয়ন করে এবং 'সে গরীব নামক গ্লানী থেকে নিজেকে মুক্ত করে'। জন্মসূত্রে একটি শিশু হয়তো গরীব হয়। একটি দেশ সচ্ছল বা অর্ধসচ্ছল বা দারিদ্র্যপীড়িত হবে কিনা স্পষ্টভাবেই নির্ভর করবে এদেশ, ওই জাতি বা ওই দেশের সরকার কি চায় তারই ওপর।

কেউ কেউ মনে করেন নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, আদ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বা অবস্থার ওপর নির্ভর করবে ওই অঞ্চলের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা ও জীবনমান কেমন হবে। অনেক দার্শনিক মনে করেন, উষ্ণ অঞ্চলে মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য তারা আলস্যপরায়ণ। এককালে ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত দেশগুলো আইন-শৃঙ্খলা, বিচার-ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন শৃঙ্খলাবোধের পরিবেশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত পরিশ্রম দিয়ে অর্জন ও উপার্জন জীবন-যাপনে সচ্ছলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাই বলা হয় এককালে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে পরিচিত দেশ ও জাতিগুলোর অপেক্ষাকৃত বেশি সচ্ছল। আবার অনেক দার্শনিক মনে করেন যেসব দেশে ইউরোপীয় বংশধর, Immigrant বা অভিবাসী তুলনামূলকভাবে বেশি তারাই বেশি উন্নত। যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। সংশ্লিষ্ট দার্শনিকদের মতে ইউরোপিয়ান বংশধর বিশিষ্ট দেশ ও জাতি তুলনামূলকভাবে বেশি উৎপাদনশীল এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল। Is it protestant who have the more productive work ethics than the other group of Christianit including Catholic? According to many philosopher protestant are true drive of economic growth and success.

সিয়েরালিয়ন আফ্রিকার একটি দরিদ্র দেশ। যে দেশটি ডায়মন্ডের মত একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। কথায় বলে মানুষ না খেয়ে মরে না, খেয়েই মরে। সিয়েরালিয়ন ছোট্ট একটি দেশ যেটিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান। কিন্তু সেখানে আর্থিক সচ্ছলতা নেই। বরং ডায়মন্ডের প্রাচুর্য হয়ে গেল তাদের কাল। যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি, কলহ, ঝগড়া, বিবাদ, কোন্দল ইত্যাদি লেগেই আছে। শৃঙ্খলাবোধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি বা Institutions, স্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ইত্যাদির অভাবে দেশটি আজ অবধি তেমন একটা আলোর মুখ দেখতে পায়নি। সাম্যবাদী বা Communist রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া। যেখানকার মানুষ 'জন্মসূত্রে ধনী ও গরীব" এ সত্যটি মেনে নিতে রাজি নয়। তারা সাম্যবাদী চায় সবাই সমান বা common হতে। Un-common হওয়াটা তাদের বড় অপছন্দ। তাই তাদের বলা হয় North Korean Communist। জাতিগতভাবে, ভৌগোলিকভাবে সাংস্কৃতিগতভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আবহাওয়া ও সম্পদের উৎপাদনশীলতা একই রূপ হওয়া সত্ত্বেও South Korea'র মাথাপ্রতি বাৎসরিক আয় উত্তর কোরিয়া থেকে ১০ গুণ বশি। কিসের এতো পার্থক্য? যে সরকার যা চায় ওই দেশের জনগণ তাই পায়-এর ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যাবে South ও North কোরিয়ার আয়ের পার্থক্য। South কোরিয়া একটি উন্মুক্তবাজার, উন্মুক্ত-অর্থনীতির দেশ, যেখানে যা করে তা তার নিজের জন্য করতে পারে এবং তা করার পরিবেশ বিদ্যমান। এসব কারণে যেখানে জাতীয় আয়ের দিক থেকে South Korea আমেরিকার খুব কাছাকাছি অথচ North Korea আমেরিকার তুলনায় ২০ গুণ কম এবং ধনতান্ত্রিক North Korea South Korea-র তুলনায় ১০গুণ বেশি দারিদ্র্যপীড়িত। মিসর একটি বৃহৎ ও প্রাচীন সভ্যতা। দুর্ভাগ্যবশত অর্থনৈতিকভাবে এ দেশটি অর্ধসচ্ছল। কারণ ঘুরে ফিরে একটাই যা হলো ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তিসম্পদ, বেসরকারি খাত, অর্থ-সম্পদ অর্জন ও ধরে রাখা, কাজে-কর্মে উৎসাহ, উদ্দীপনা সবকিছুরই অভাব। স্বাধীনতা পরবর্তী মিসরে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতির পরিবর্তে সীমিতবাজার, সীমিত অর্থনীতি এবং সীমিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান এবং যেখানে সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার বড় অভাব। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা, আর্থিক স্বাধীনতা, Property rights ইত্যাদি হ্রাসকরণের ফলে জাতীয়ভাবে মিসরের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যা এখনো দারিদ্র্যতার দুষ্টচক্রের ফাঁদে আটকা। বর্তমান মিসরে দুর্নীতি, অপরাধমূলক সংস্কৃতি, অনিয়ম, ঘুষ ও বখশিস ইত্যাদি চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিদ্যমান। আইন-শৃঙ্খলা, আইনের শাসন সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য সরকারি সেবামূলক কর্মকাণ্ড, জীবনের নিরাপত্তা, জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সংশ্লিষ্টতায় উন্নয়ন, সামাজিক মূলধন গঠন এবং সরকারিভাবে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্বল্পতা ইত্যাদি সবকিছু মিলে বর্তমান মিসরীয় অর্থনীতি আজ এক স্থবিরতা বা Economic stagnant পরিবেশের শিকার। তাই আবারো বলতে হয় "যে দেশের সরকার যা চায় ওই দেশের জনগণ বাস্তব প্রেক্ষাপটে তাই পায়।" সরকার বুঝতেও পারে না উন্নয়নবান্ধব জাতীয় পরিবেশ রক্ষায় তার অজান্তেই কিভাবে অসচ্ছল বান্ধব পরিবেশ বা সচ্ছল প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয়।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।